গয়ায়

# পিণ্ডদান পদ্ধতি।

বিবিধ পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

গয়া যাত্রিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়
সম্বলিত।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত-প্রবর শ্যামাচরণ কবিরত্ন কর্ত্তৃক
সংশোধিত।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥"

গয়া "সুলভ-যাত্রি-নিবাসের" অধ্যক্ষ
ডাক্তার
শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার পাল কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা;
ভবানীপুর—বকুলবাগান
অরুণ যন্ত্রে
শ্রীহারাণচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০১ সাল।

মূল্য চারি আনা -ডাক মাশুল অর্দ্ধ আনা।

———

# বিজ্ঞাপন।

"দেবেন্দ্রমৌলি-মন্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজ-রেণবঃ॥"

কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া সর্ব্বদা গয়া-যাত্রিগণের সংসর্গে থাকিয়া জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে গয়া-যাত্রিদিগের প্রধান অবলম্বন—সেথো বা গয়াবাসী যাত্রি-সংগ্রহ-কারক দালাল। এই সেথো বা দালালদিগের অধিকাংশই শাস্ত্রানভিজ্ঞ; এজন্য তাহাদের পরামর্শানুসারে চলিয়া যাত্রিগণ কদাচ শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন না। মহামহোপাধ্যায় ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের কৃত কয়েক খানি পুস্তকে গয়ার বিষয় যাহা কিছু বর্ণিত আছে তাহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, এইজন্য তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ লোকের উপকারে আইসে না। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য-কৃত তীর্থ-তরঙ্গিণী বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইলেও অতি সংক্ষেপে লিখিত বলিয়া তদ্দারা যাত্রিগণের বিশেষ উপকার হয় না। এক্ষণে গমনাগমনের সুবিধা হওয়ায় অনেক লোকই পিতৃ-তীর্থ গয়াক্ষেত্রে আসিতে পারেন; কিন্তু গয়ায় কর্ত্তব্য- বিষয়ে অজ্ঞতা-প্রযুক্ত অনেক লোকেই অর্থ-ব্যয় ও কষ্ট-স্বীকার করিয়াও প্রকৃত কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। গয়ায়, আচার্য্যগণের মন্ত্রাদি উচ্চারণ-প্রণালী বঙ্গদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এইজন্য অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিও ইহাদিগের উচ্চারিত মন্ত্রাদি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না; অজ্ঞ লোকের ত কথাই নাই। অর্থ-

লোভ বড় ভয়ানক ব্যাপার; বিশেষতঃ যে দেশে কড়ি পর্য্যন্ত অদ্যাপি মুদ্রারূপে চলিয়া থাকে, সেখানকার লোকের অর্থাভাব বিলক্ষণ আছে, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়; তথাকার লোকে অর্থোপার্জ্জন জন্য যে চেষ্টার ত্রুটি করে না তাহাও সহজেই বোধগম্য হয়। গয়ার কোন্ স্থানে কি রূপ কার্য্যে কত ব্যয় হয়, অভ্যাগত লোকেরা তাহা অবগত না থাকায় তাঁহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়গ্রস্ত হইবারই সম্ভাবনা।

আমি বহু-যত্নে গয়াক্ষেত্রের তীর্থ সকলের পরস্পর দূরত্বাদি নির্ণয়-পূর্ব্বক তত্তৎস্থলের কর্ত্তব্য-কর্ম্মের বিধি নিয়মাদি, স্মার্ত্ত-চূড়ামণি রঘুনন্দন ও হলায়ুধাদিকৃত কয়েক খানি গ্রন্থ ও পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে বঙ্গ ভাষায় সংগ্রহ করিয়াছি। আমি শাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; সুতরাং এই দুরূহ কার্য্য আমার পক্ষে অনুপযুক্ত হইলেও যাত্রিগণের কষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি, পণ্ডিতগণ সাধারণ-হিতার্থ এই পুস্তকগত ভ্রম প্রমাদাদির সংশোধন এবং অন্যান্য বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিবেন। গয়ায়, বায়ুপুরাণোক্ত ক্রিয়া-কলাপ প্রচলিত; এই জন্য এসিয়াটিক্ সোসাইটীর প্রকাশিত বায়ুপুরাণকে আদর্শ রাখিয়া অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছি; এক্ষণে ইহা দ্বারা যাত্রিগণের কিয়দংশে উপকার সাধন হইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার পাল।

ওঁ অস্মৎ কুলে মৃতা যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১॥
ওঁ মাতামহকুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥২॥
ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৩॥
ওঁঅজাতদন্তাযাঃকাশ্চিৎযাশ্চগর্ভেপ্রপীড়িতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৪॥
ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যাঃ কাশ্চিন্নাগ্নিদগ্ধা-স্তথাপরাঃ।
বিদ্যুচ্চোরহতা যাশ্চ তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৫॥
ওঁ দাবদাহে মৃতা যাশ্চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যাঃ।
দংষ্ট্রিভিঃশৃঙ্গিভির্বাপিতাভ্যঃপিণ্ডংদদাম্যহং ॥৬॥
ওঁ উদ্বন্ধনমৃতা যাশ্চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যাঃ।
আত্মোপঘাতিন্যোযাশ্চতাভ্যঃপিণ্ডংদদাম্যহং ॥৭
ওঁ অরণ্যে বর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচদ্যৈস্তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৮॥
ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যা গতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৯॥
ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যা গতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১০॥

ওঁ অনেকযাতনাসংস্থা যা নীতা যমকিঙ্করৈঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১১॥

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ সংস্থিতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১২॥

ওঁ পশুযোনিগতা যাশ্চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১৩॥

ওঁ জাত্যন্তরসহস্রেষু ভ্রমন্ত্যঃ স্বেন কর্ম্মণা।
মানুষ্যং দুর্লভং যাসাং তাভ্যঃ পিণ্ড্যং দদাম্যহং।১৪

ওঁ দিব্যন্তরীক্ষভূমিষ্ঠা মাতরো বান্ধবাদয়ঃ।
মৃতা অসংস্কৃতা যাশ্চ তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১৫।

ওঁ যাঃ কাশ্চিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে মাতরো মম।
তাঃ সর্ব্বাস্তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা ॥১৬॥

অবান্ধবা বান্ধবা যা যাশ্চান্যজন্মবান্ধবাঃ।
তাসাং পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং ॥১৭।

পিতৃবংশে মৃতা যাশ্চ মাতৃবংশে চ যা মৃতাঃ।
যা মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়ালোপগতা যাশ্চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা।
বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম।
তাসাং পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং ॥১৮।

ওঁ আ ব্রহ্মণো যাঃ পিতৃবংশজাতা
মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ ।
কুলদ্বয়ে যা মম দাস্যমাপ্তা
ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিত-সেবিকাশ্চ ॥
মিত্রাণি শিষ্যাঃ পশু-বৃক্ষ-রূপা
দৃষ্টা হ্যদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ ।
জন্মান্তরে যা মম সঙ্গতাশ্চ
তাভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি ॥১৯॥

এই ১৯টি মন্ত্র বলিয়া ১৯টি পিণ্ড দিতে হইবে।

মাতৃ-ষোড়শী যথা ;—ওঁ অপহতা-সুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ ।এই মন্ত্রে তিল প্রক্ষেপ করিয়া পিণ্ড দিবে।

মন্ত্র যথা—

ওঁ গর্ভাদপগমে চৈব বিষমে ভূমিবর্ত্মনি ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥১॥
ওঁ মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥২॥
ওঁ শৈথিল্যে প্রসবে চৈব মাতুরত্যন্ত-দুষ্করং ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥৩॥
ওঁ পদ্ভ্যাং জনয়তে মাতু-র্দুঃখঞ্চৈব সুদুস্তরং ।
তস্যামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৪॥
ওঁ অগ্নিনা শোষতে দেহং ত্রিরাত্রানশনেষু চ ।

তস্যামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৫॥
ওঁ পিবেচ্চ কটুদ্রব্যাণি ক্লেশানি বিবিধানি চ।
তস্যামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৬॥
ওঁ দুর্লভং ভক্ষ্যদ্রব্যস্য ত্যাগে বিন্দতি যৎ ফলং।
তস্যামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৭॥
ওঁ রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং।
তস্যামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৮॥
ওঁ পুত্রব্যাধিসমাযুক্তং মাতৃদুঃখ-মহর্নিশং।
তস্যামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৯॥
ওঁ যদা পুত্রো ন লভতে তদা মাতুশ্চ শোচনং।
তস্যামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১০॥
ওঁ ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভরং স্তনং।
তস্যামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১১॥
ওঁ দিবা রাত্রৌ যদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃপুনঃ।
তস্যামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১২॥
ওঁ পূর্ণে তু দশমে মাসি মাতুরত্যন্তদুষ্করং।
তস্যামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১৩॥
ওঁ গাত্রভঙ্গো ভবেন্মাতু-স্তৃপ্তিং নৈব প্রযচ্ছতি।
তস্যামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১৪॥
ওঁ অল্পাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোঽস্তি বালকঃ।

**তস্যামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১৫॥**

**ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুশ্চ শোচনং।**

**তস্যামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১৬॥**

এই ১৬টি মন্ত্রে ক্রমে ক্রমে পিণ্ড দান করিয়া "ওঁ মাত্রাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রণাম এবং "ওঁ মাত্রাদয়ঃ ক্ষমধ্বং" ইহা বলিয়া বিসর্জ্জন করিয়া, অচ্ছিদ্রাবধারণাদি সমুদায় কার্য্য যথাবিধি কর্ত্তব্য।

---

## দ্বিতীয়দিনকৃত্যম্—প্রেতপর্ব্বতকৃত্যং।

ফল্গু-তীর্থে স্নানাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া শুচি হইয়া প্রেত-পর্ব্বতে গমন করিবে। ইহা বিষ্ণুপদ হইতে ৬ মাইল দূরে বায়ুকোণে আছে। বর্ত্তমান রেল-ষ্টেশন হইতে পশ্চিম দিকে দেখা যায়। ইহার মূল-সংলগ্ন ঈশান কোণে ব্রহ্ম-কুণ্ড আছে; তথায় পিতৃগণের সম্ভাবিত প্রেতত্ব নাশ ও শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনায় স্নান তর্পণাদি করিয়া তথা হইতে শ্রাদ্ধের জন্য জল লইয়া পর্ব্বতারোহণ করত সুবর্ণরেখাঙ্কিত পর্ব্বত স্থানে যাইয়া নিম্ন লিখিত প্রকারে শ্রাদ্ধাদি করিবে;—প্রথমতঃ গায়ত্রী বা স্বীয় বেদবিহিত মন্ত্র দ্বারা গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃতাত্মক পঞ্চগব্য শোধন করিয়া শ্রাদ্ধার্থ আবশ্যক মত পর্ব্বত-পৃষ্ঠ ধৌত করিবে, এবং তথায় বাম জানু পাতিয়া বিপরীত ভাবে উত্তরীয় ধারণ করিয়া, দক্ষিণ মুখে উপবেশন করিবে। তদনন্তর, আচমন করিয়া পিতৃগণের পুনরাবৃত্তি-রহিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কাম-

নায় যত্ন পূর্ব্বক পঞ্চাঙ্গ প্রাণায়াম করিবে। তদনন্তর, পুণ্ডরী- কাক্ষ স্মরণ পূর্ব্বক তীর্থ-দেবতা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে কুশ-জল প্রক্ষেপ করিবে। তদনন্তর, দক্ষিণাগ্র- কুশ-সকল পূর্ব্বভাগ হইতে বিধিমত বিস্তৃত করিবে; তদুপরি তিলোদক প্রদান করত কৃতাঞ্জলি হইয়া ইহা বলিয়া পিতৃগণকে আহ্বান করিবে, যথা;—ওঁ কব্যবালোহনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা। অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ॥ আগচ্ছন্তু মহাভাগা যুষ্মাভী রক্ষিতাস্ত্বিহ। মদীয়াঃ পিতরো যে চ কুলে জাতাঃসনাভয়ঃ॥ তেষাং পিণ্ড- প্রদানার্থ-মাগতোহস্মি গয়ামিমাং। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শ্রাদ্ধেনানেন শাশ্বতীং॥

তদনন্তর, এই মন্ত্রে তিলোদক দ্বারা কুশোপরি মৃত আত্মীয়- গণকে আহ্বান করিবে যথা,—"ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥ অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। আ ব্রহ্মভুবনা- ল্লোকা-দিদমস্তু তিলোদকং॥

তদনন্তর, ওঁ পিত্রাদিভ্যোনমঃ—বলিয়া পিতৃগণকে পূজা করিয়া পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। অসমর্থ পক্ষে কেবল পিণ্ড দান করিবে। সমস্ত পিতৃ-পিণ্ড দান করা শেষ হইলে তিল, ঘৃত, দধি, মধু ও জল যুক্ত ছাতুর মুষ্টি-পরিমাণ একটি পিণ্ড লইয়া এই মন্ত্র বলিয়া প্রদান করিবে, যথা;—ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ। মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী॥ মাতামহস্তৎপিতা চ প্রমাতামহকা- দয়ঃ। তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং॥"

তদনন্তর, পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে ; অসমর্থ পক্ষে কেবল পিণ্ড দান করিবে।

তদনন্তর, পুত্রকামী ব্যক্তি মধু ও ঘৃত সমন্বিত চারিটি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া এই চারি মন্ত্র পাঠ করত একে একে প্রদান করিবে যথা ;—ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ং। তস্য কাশ্যপগোত্রস্য বায়ুরূপস্য দেহিনঃ। প্রেতস্যোদ্ধার-বিষয়ে তস্মৈ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১। ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ং। তস্য প্রেতস্য দত্তোহত্র পিণ্ডোহয়মুপতিষ্ঠতাং ॥২। ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ং। বিষ্ণুরূপঃ স লভতাং তাং যা পিণ্ডার্পণাহুতিঃ ॥৩। ওঁ তস্য কাশ্যপগোত্রস্য বায়ু-রূপস্য দেহিনঃ। অয়ং পিণ্ডো ময়া দত্তো যঃ পীড়াং কুরুতে মম। ইমং তিলময়ং পিণ্ডং মধুসর্পিঃসমন্বিতং। দদামি তস্মৈ প্রেতায় যঃ পীড়াং কুরুতে মম ॥"

তদনন্তর, ওঁ পিত্রাদয়ঃ ক্ষমধ্বং—বলিয়া পিতৃ-বিসর্জ্জনাদি যথাবিধি সমুদায় কার্য্য শেষ করিয়া আচমন করণান্তে পূর্ব্ব-মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র বলিবে যথা ;—"ওঁ সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা। ময়া গয়াং সমাসাদ্য পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥ আগতোহস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর। ত্বমেব সাক্ষী ভগব-ন্ননৃণোহহমৃণত্রয়াৎ ॥"

তদনন্তর, পিতৃগত প্রেতত্ব মুক্তি ও স্বীয় প্রেতত্ব অভাব কামনায় সঙ্কল্প করিয়া তিন মুষ্টি তিল মিশ্রিত ছাতু দক্ষিণ-মুখ হইয়া নিক্ষেপ করিবে, মন্ত্র যথা ;—ওঁ যে কেচিৎ প্রেত-রূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শক্তুভি-

স্তিলমিশ্রিতৈঃ ॥ তদনন্তর, সতিল জলাঞ্জলি এই বলিয়া প্রদান করিবে, যথা ;—"আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্তং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্তিমায়াস্তু সর্ব্বশঃ ॥"

তদনন্তর, তথা হইতে অবরোহণ করত বর্ত্তমান রেলষ্টেশনের উত্তরদিকবর্ত্তী প্রভাসপর্ব্বতে (যাহাকে রামশিলা কহে) আগমন করিবে। এখানে আসিয়া হস্তপদাদি ধৌত করত পূর্ব্বোক্ত প্রেতপর্ব্বতের কার্য্যাদির ন্যায় পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি বা পিণ্ডদান যথাশক্তি করিবে, এবং আচার বশতঃ এখানে একটি নূতন ভাণ্ড ভঙ্গ করিবে ও প্রেতিয়া-ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি দান দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে॥ তদনন্তর, রামতীর্থে যাইয়া জন্মান্তরকৃত দুষ্কৃত বিনাশ কামনায় স্নান করিবে, তাহার মন্ত্র যথা ;—"ওঁ জন্মান্তরগতং সাগ্রং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্। তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতু রামতীর্থাভিষেচনাৎ॥" পিতৃগণের প্রেতত্ব মুক্তি ও পিতৃপদ প্রাপ্তি কামনায় রামতীর্থে শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিবে। তদনন্তর, স্বীয় পাপ নাশন কামনায় ইহা বলিয়া রামকে প্রণাম করিবে, যথা ;—"ওঁ রাম রাম মহাবাহো দেবানা-মভয়ঙ্কর। ত্বাং নমাম্যত্র দেবেশ মম নশ্যতু পাতকং॥" তদনন্তর, ত্রিবিধ-পাপ-নাশন কামনায় প্রভাসেশ্বর শিবকে প্রণাম পূর্ব্বক এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে, যথা ;—"ওঁ আপস্ত্বমসি দেবেশ, জ্যোতিষাং পতিরেব চ। পাপং নাশয় দেবেশ মনো-বাক্-কায়-কর্ম্মজং॥" পরে এখান হইতে কিছু দূর দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে আসিলে নগ পর্ব্বত ; এখানে ধর্ম্মরাজ ও যমরাজের উদ্দেশে, পিতৃমুক্তি কামনায় কুশ-তিল-জল-মিশ্রিত বলি এই মন্ত্রে প্রদান করিবে, যথা;—

"ওঁ যমরাজ-ধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং হি সংস্থিতৌ। তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি পিতৃণাং ভুক্তিমুক্তয়ে॥" এবং ঐরূপে পিতৃগণের স্বর্গ পথের বিঘ্ননাশ কামনায় যমবলির ন্যায় শ্ববলি দুইটি এই বলিয়া তথায় প্রদান করিবে, যথা;—ওঁ দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামধবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ। তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি রক্ষতাং পথি সর্ব্বদা॥" যমরাজ ও ধর্ম্মরাজ বলি প্রত্যহ দান কর্ত্তব্য; অকরণে গয়াশ্রাদ্ধ সফল হয় না।

---

## তৃতীয়দিনকৃত্যম্—পঞ্চতীর্থ।

ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া উত্তরমানসতীর্থে গমন করিবে। ইহা ফল্গু নদীর পশ্চিম তীরে বিষ্ণুপদ হইতে এক মাইল উত্তরদিকে আছে। ইহা চারি দিকে ইষ্টক-প্রাচীরে বেষ্টিত একটি বড় রকমের পুষ্করিণী। এখানে যাইয়া হস্তকুশ দ্বারা মস্তকে ইহার জল প্রক্ষেপণ করিয়া, পিতৃগণের পাপ ক্ষয় হেতু সূর্য্য-লোক গমন পূর্ব্বক মুক্তি কামনায় এখানে স্নান করিবে, মন্ত্র যথা;— ওঁ উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যাত্ম-বিশুদ্ধয়ে। সূর্য্যলোকাদি-সংসিদ্ধি-সিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে॥" তদনন্তর, যথাবিধি তর্পণ শেষ করিয়া এই মন্ত্রে এক অঞ্জলি তিলোদক দান করিবে, যথা;—"ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। আব্রহ্মভুবনাল্লোকা-দিদমস্তু তিলোদকম্॥" অনন্তর, পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি কামনায় উত্তর মানস তীর্থে যথারীতি শ্রাদ্ধ বা পিণ্ড প্রদান করিবে। সঙ্কল্প

হইতে আরম্ভ করিয়া দেবতাগণকে সাক্ষী করণ পর্য্যন্ত কার্য্য শেষ করিয়া পিতৃগণের সূর্য্যলোক গমন কামনায় তত্তীরবর্ত্তী উত্তরার্ককে গন্ধাদি দ্বারা পূজন ও এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা;—ওঁ নমো ভগবতে ভর্ত্রে সোম-ভৌম-জ্ঞ-রূপিণে। জীব-ভার্গব-সৌরেয়-রাহু-কেতু-স্বরূপিণে॥ পরে এখান হইতে মৌনী হইয়া দক্ষিণ মানসে গমন করিবে: ইহা বিষ্ণুপদের উত্তর দেব-ঘাটের উপরিস্থ চারি দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত, পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রবেশ-দ্বার-বিশিষ্ট একটা বড় পুষ্করিণী। এই এক স্থানেই তিনটি তীর্থ আছে; পশ্চিম ভাগের উত্তরাংশে উদীচী, মধ্যে কনখল ও দক্ষিণ ভাগে দক্ষিণ-মানস তীর্থ। উদীচী-তীর্থ-স্নাত ব্যক্তি স্বশরীরে স্বর্গে গমন করে; মধ্যবর্ত্তী কনখল তীর্থে স্নাত ব্যক্তি কনক বর্ণ ও পবিত্রতা লাভ করে। এই তিন তীর্থেই যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ স্নান তর্পণ ও পিণ্ডাদি প্রদান করিবে। স্নানের মন্ত্র যথা;—"ওঁ দক্ষিণে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে। সূর্য্যলোকাদিসংসিদ্ধি-সিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে॥ ব্রহ্মহত্যাদি পাপৌঘ-যাতনায়া বিমুক্তয়ে। দিবাকর করোমীহ স্নানং দক্ষিণ-মানসে॥" তদনন্তর, পশ্চিম তীরবর্ত্তী দক্ষিণার্ককে ইহা কহিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক প্রণতি পূজা করিবে, যথা;—"ওঁ নমামি সূর্য্যং তৃপ্ত্যর্থং পিতৃণাং তারণায় চ। পুত্র পৌত্র ধনৈশ্বর্য্যা-য়ায়ুরারোগ্যবৃদ্ধয়ে॥" এই স্থানে মৌনী হইয়া প্রণতি পূজনাদি করিতে হয়, এজন্য এই দেবতাকে মৌনার্ক কহে।

এখান হইতে গদাধরের পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্ব-তীর্থোত্তম ফল্গু-তীর্থে গমন করিবে ও দশ লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল প্রাপ্তি

কামনায় মন্ত্রের সহিত স্নান ও তর্পণ করিবে এবং পিতৃগণের মুক্তি কামনায় শ্রাদ্ধাদি ও পিণ্ড দান করিবে; স্নানমন্ত্র যথা ;—ওঁ ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নান-মাদৃতঃ। পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় ভুক্তি-মুক্তি-প্রসিদ্ধয়ে॥ তদনন্তর, মধুস্রবার দক্ষিণ কূলে অবস্থিত পিতা মহেশ্বরকে এই বলিয়া প্রণাম অর্চ্চনা করিবে, যথা ;—"ওঁ নমঃ শিবায় দেবায় ঈশান-পুরুষায় চ। অঘোর-বামদেবায় সদ্যোজাতায় শম্ভবে॥" তদনন্তর, পুনরায় ফল্গু তীর্থে স্নান করত পিতৃগণের সহিত নিজের বৈষ্ণব পদ প্রাপ্তি কামনায় এই মন্ত্রে গদাধর দেবকে দর্শন, প্রণাম ও পঞ্চামৃত দ্বারা অভিষেক করিবে, যথা ;—"ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় শ্রীধরায় চ বিষ্ণবে॥" এখানে দধি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত ও শর্করাত্মক পঞ্চামৃত দ্বারা গদাধর দেবকে অভিষেক করণানন্তর, পিতৃগণের ব্রহ্মলোক গমন কামনায়, পুষ্প বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা যথাশক্তি তাঁহার পূজা করিবে; অন্যথা গয়াশ্রাদ্ধ বিফল হয়।

---

## চতুর্থদিনকৃত্যম্—ধর্ম্মারণ্য।

ফল্গু নদীতে প্রাতঃস্নানাদি নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবে। ইহা বিষ্ণুপদ হইতে ৬ মাইল দূরে অগ্নি কোণে অবস্থিত। এখানে মাতঙ্গ-বাপীতে যাইয়া সর্ব্ব পাপ বিশুদ্ধি কামনায় যথাবিধি স্নান তর্পণ করত পিতৃগণের উদ্ধার কামনায় শ্রাদ্ধাদি পিণ্ডদান করিবে। তদনন্তর, উক্ত বাপীর উত্তর কূল স্থিত মতঙ্গেশ্বরকে দর্শন ও প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি পুটে কহিবে, যথা ;—" ওঁ প্রমাণং দেবতাঃ সন্তু

লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ। ময়াগত্য মতঙ্গেঽস্মিন্ পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥”

এই মতঙ্গ-বাপীর অগ্নি কোণে লক্ষতীর্থ নামক কূপ ও যূপের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যাইয়া, পিতৃগণের উদ্ধার কামনায় শ্রাদ্ধাদি পিণ্ড দান করিবে। বর্ত্তমান সময়ে তথায় কূপ দেখা যায় না; কেবল নিদর্শন স্বরূপ বট বৃক্ষ আছে।

তদনন্তর, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বরকে প্রণাম ও অর্চ্চনা করিবে। তথা হইতে বুদ্ধ-গয়াতে আসিয়া মহাবোধি (অশ্বত্থ) বৃক্ষকে পূজা ও এই বলিয়া নমস্কার করিবে, যথা ;—“ওঁ নমস্তেঽশ্বত্থ-রাজায় ব্রহ্ম বিষ্ণু-শিবাত্মনে। বোধিদ্রুমায় কর্ত্তৃণাং পিতৃণাং তারণায় চ ॥ যেঽস্মৎকুলে মাতৃবংশে বান্ধবা দুর্গতিং গতাঃ। ত্বদ্দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চ স্বর্গতিং যান্তু শাশ্বতীং ॥ ঋণত্রয়ং ময়া নষ্টং গয়ামাগত্য বৃক্ষরাট্। ত্বৎপ্রসাদান্মহাপাপাদ্বিমুক্তোঽহং ভবার্ণবাৎ ॥”

---

## পঞ্চমদিনকৃত্যম্—ব্রহ্মসরোবর।

ফল্গু নদীতে প্রাতঃস্নানাদি নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে ব্রহ্ম-সরোবরে যাইবে। ইহা সহরের বাহিরে বিষ্ণুপদের প্রায় এক মাইল দূরে নৈঋত-কোণে অবস্থিত। ইহার চতুর্দিকে কোন রূপ বেষ্টনাদি নাই। এই সরোবর মধ্যে ব্রহ্মানুষ্ঠিত যজ্ঞ যূপ প্রোথিত আছে, এবং ইহারই উত্তর তীরে ব্রহ্ম-যজ্ঞের কূপ আছে। এই থানে যাইয়া সর্ব্ব পাপ ক্ষয় পূর্ব্বক ঋণ-বিমুক্তি কামনায় মন্ত্রের সহিত স্নান ও তর্পণ করিবে। পরে কূপ ও যূপের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যাইয়া পিতৃ লোকের ব্রহ্মলোক

গমন কামনায় শ্রাদ্ধাদি পিণ্ড দান করিবে। এই যজ্ঞ-যূপ প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই সরোবরের বায়ু-কোণে অবস্থিত ব্রহ্মাকে এই বলিয়া প্রণতি পূজন করিবে, যথা ;—"ওঁ নমোঽস্তু ব্রহ্মণেঽজায় জগজ্জন্মাদিকারিণে। ভক্তানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ তারকায় নমো নমঃ॥" তদনন্তর, এই সরোবর হইতে জল লইয়া কুশহস্তে মৌনী হইয়া গোপ্রচার-সমীপবর্ত্তী ব্রহ্ম-কল্পিত বিষ্ণুরূপী আম্র বৃক্ষকে সিঞ্চন করিবে, তাহার মন্ত্র যথা ;—ওঁ আম্রং ব্রহ্মসরোভূতং সর্ব্বদেবময়ং তরুং। বিষ্ণুরূপং প্রসিঞ্চামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে॥ তদনন্তর, কাক-শিলায় আসিয়া পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে যম-বলি, শ্বান-বলি ও কাক-বলি প্রদান করিবে; মন্ত্র যথা ;—

"ওঁ যমরাজ-ধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং ব্যবস্থিতৌ। তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে॥" সংযত হইয়া উক্ত মন্ত্রে যম-বলি দিবে। "ওঁ দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বত-কুলোদ্ভবৌ। তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি রক্ষেতাং পথি সর্ব্বদা॥" এই মন্ত্রে শ্বান-বলি প্রদান করিবে। "ওঁ ঐন্দ্র-বারুণ-বায়ব্য-যাম্যা বৈ নৈঋতাস্তথা। বায়সাঃ প্রতিগৃহ্নন্তু ভূমৌ পিণ্ডং সমর্পিতং॥" এই মন্ত্রে কাক-বলি প্রদান করিবে। তদনন্তর, আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত ফল্গুতে যাইয়া বিনা মন্ত্রে স্নান করিবে।

---

## ষষ্ঠদিনকৃত্যম্—পদগয়া অর্থাৎ ষোল দেবী।

ফল্গু নদী যাইয়া দশ লক্ষ অশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি কামনায় মন্ত্রের সহিত যথাবিধি স্নান তর্পণ করিয়া পদশিলায় যাইবে।

ইহা বিষ্ণু মন্দির ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আছে। এখানে দেব ও ঋষিগণ আপনাপন পদ চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া সর্ব্ব কাল অবস্থান করিতেছেন। ইহা মুখ্য-গয়া ; এজন্য এখানে শ্রাদ্ধাদি অক্ষয়-ফল-প্রদ হয়। পূর্ব্ব-ভাগে নাগ পর্ব্বত, পশ্চিমে জনার্দ্দন, দক্ষিণে ব্রহ্মকূপ ও উত্তরে উত্তর মানস এই চতুঃসীমা-মধ্যবর্ত্তি স্থানের নাম গয়াশির। মধুস্রবার (মধু সরার) নিকটবর্ত্তী পিতামহ-মন্দির হইতে উত্তর-মানস পর্য্যন্ত ফল্গু নদীর যে অংশ তাহাকে ফল্গু-তীর্থ কহে। ইহা দেবগণের অতি দুর্লভ স্থান। প্রেত-পর্ব্বতের লিখিতমত শ্রাদ্ধ পদ-শিলাতেও করিতে হইবে। এখানে যে সকল পদচিহ্ন আছে তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও কশ্যপ এই চারি পদচিহ্ন শ্রেষ্ঠ ; ইহাদিগের কোন একটিতে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিতে হয় ; মধ্যে কোন নিয়ম নাই ; কিন্তু সর্ব্বশেষে আবার ইহাদেরই একটিতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। তাহা হইলে পদ-গয়া শ্রাদ্ধে শ্রেয়োলাভ হয়। এখানে বিষ্ণুপদে যাইয়া সর্ব্বপাপ ক্ষয় কামনায় বিষ্ণুপদ দর্শন করিবে; পিতৃগণের অক্ষয়-স্বর্গ-প্রাপ্তি কামনায় বিষ্ণুপদ স্পর্শ করিবে। পিতৃগণের মোক্ষ কামনায় পঞ্চোপচারে আবাহন-বিসর্জ্জনাদি-বর্জ্জিত বিষ্ণুপূজা করিবে; ইহাতে সুবর্ণ সহ নারিকেলাদি ফল দান করিবে। পরে আত্মসহ সহস্রকুল পিতৃগণের উদ্ধার পূর্ব্বক বিষ্ণু লোক প্রাপ্তি কামনায় বিষ্ণুপদে যথাবিধি সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবে। এখানে লোকের বড় ভিড় থাকে ; এজন্য সতর্ক-ভাবে পিণ্ড পাতন করিতে হয় ; এবং লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, পিণ্ডোপরি পিণ্ড না পড়ে, এবং যেন বিষ্ণুপদেই পিণ্ড পতিত হয়।

এখানে শ্রাদ্ধান্তে পিতৃষোড়শী, স্ত্রীষোড়শী ও মাতৃষোড়শী অবশ্য করণীয়। প্রণামমন্ত্র যথা ;—"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ॥" এখান হইতে রুদ্রপদে যাইয়া পিতৃগণের পুনরাবৃত্তি-রহিতত্ব কামনায় রুদ্র-পদ স্পর্শ ও পঞ্চোপচারে তথায় শিব পূজা করিয়া এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা ;—"ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্য-চক্ষুষে। নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥ নমস্ত্রিশূল-হস্তায় দণ্ড-পাশাসি-পাণয়ে। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাম্ পতয়ে নমঃ॥ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়, জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়। কর্পূর-কুন্দ-ধবলেন্দু-জটাধরায়, দারিদ্র-দুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়-হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥" এই রূপে এখানকার অন্যান্য পদচিহ্নে যাইয়া তত্তৎপদ-দেবতাকে প্রণতি পূজা করিয়া শ্রাদ্ধাদি পিণ্ড দান করিবে। তাহাতে নিম্নের লিখিত মত ফল-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, যথা ;—রুদ্রপদে শতকুল পিতৃগণের শিবলোক প্রাপ্তি ; ব্রহ্ম-পদে শতকুল পিতৃগণের সহিত স্বীয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ; দক্ষিণাগ্নি-পদে বাজপেয় যজ্ঞ ফল ; গার্হপত্য-পদে রাজসূয় যজ্ঞ ফল ; আহবনীয়-পদে অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল ; সভ্য-পদে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ ফল ; আবসথ্য-পদে সোম লোক প্রাপ্তি ; ইন্দ্রপদে ইন্দ্রলোক ; সূর্য্যপদে পঞ্চ পাতক হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক পিতৃগণের সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয় ; কার্ত্তিক ও গণেশ-পদে

শিব লোক প্রাপ্তি। এখানকার অন্যান্য পদে শ্রাদ্ধ-ফলে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এই পদ-শিলার উত্তর দিক্‌-বর্ত্তী গজকর্ণিকায় কেবল মাত্র নির্ম্মল জলে তর্পণ করিলে পিতৃগণের স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। এখানে পথপার্শ্বে অবস্থিত কনকেশ্বর, কেদার, নরসিংহ, বামন প্রভৃতি দেবগণের প্রণতি পূজনে পিতৃ-মুক্তি হয়। সন্ন্যাসীরা গয়ায় যাইয়া পিণ্ড প্রদান করিবে না; কেবল বিষ্ণুপদে যাইয়া দণ্ড স্পর্শন মাত্র করিবে।

---

## সপ্তমদিনকৃত্যম্—অক্ষয় বট।

ফল্গু তীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে গদা-লোল তীর্থে যাইবে। ইহা বিষ্ণুপদ হইতে এক মাইল দক্ষিণ দিকে, বর্ত্তমান মাড়নপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী। হেতি রাক্ষসকে বধ করিয়া শ্রীহরি এখানে গদা প্রক্ষালন করিয়া-ছিলেন। এজন্য এখানে স্নানাদিতে সমুদায় পাপ নাশ হয়। এখানে যাইয়া সর্ব্ব পাপ নাশ পূর্ব্বক অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তি কামনায় স্নান ও তর্পণ করিয়া, পিতৃগণের তৃপ্তি পূর্ব্বক ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি কামনায় শ্রাদ্ধাদি পিণ্ডদান করিবে। এখান হইতে অতি নিকটেই অক্ষয় বট। ইহার মূল বহু দূর পর্য্যন্ত ইষ্টক দ্বারা বাঁধান এবং চারি দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত। এখানে যাইয়া আচার বশতঃ বৃক্ষের মূলের উত্তর দিকে ছায়াতে উপবেশন করত পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি পূর্ব্বক অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনায় অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে। এই সময়ে গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা ব্রহ্ম-প্রকল্পিত

গয়ালী ব্রাহ্মণকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবে। এখানে পিতৃমুক্তি কামনায় ষোড়শ দান করিবে, যথা ;—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, গো, গজ, অশ্ব, গৃহ, ভূমি, বৃষ, বস্ত্র, শয্যা, ছত্র, চর্ম্ম-পাদুকা, রথ ও শিবিকা। এখানে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন তুল্য ফল প্রাপ্তি কামনায় গয়ালী ভোজন করাইবে। পিতৃগণের অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনায় অক্ষয়-বট, বটেশ্বর ও প্রপিতামহরূপ গদাধর দেবকে এই বলিয়া প্রণতি পূজা করিবে, যথা ;—

**ওঁ একার্ণবে বটস্যাগ্রে যঃ শেতে যোগনিদ্রয়া।**
**বালরূপধরস্তস্মৈ নমস্তে যোগশায়িনে ॥**
**ওঁ সংসারবৃক্ষশস্ত্রায়া-শেষপাপহরায় চ।**
**অক্ষয়ব্রহ্মদাত্রে চ নমোঽক্ষয়বটায় বৈ ॥**
**ওঁ কলৌ মাহেশ্বরা লোকা যেন তস্মাদ্ গদাধরঃ।**
**লিঙ্গরূপোঽভবত্তঞ্চ বন্দে শ্রীপ্রপিতামহং ॥**

---

## অনিয়ত-দিন-কৃত্যম্।

গয়া ক্ষেত্রে বহুতর তীর্থ ও দেবতা আছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সমুদায় গুলি কথিত হইল। ইহা ভিন্ন আরও যাহা যাহা আছে, তৎসমুদায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণনা করা অসাধ্য। তন্মধ্যে কতকগুলি তীর্থ ও তথাকার কৃত্য নিম্নে বর্ণিত হইল।

এখানে আদ্যা শক্তি মহামায়া সর্ব্বকাল গয়েশ্বরী নাম ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। বিষ্ণুমন্দিরে যাইবার

উত্তর-দিকে যে প্রধান দরজা আছে, সেই স্থানেই তাঁহার পূর্ব্ব-দ্বারি মন্দির; ইহার মধ্যে সিংহ-বাহিনী চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে জগদম্বা বিরাজিতা আছেন। ভক্তি পূর্ব্বক সর্ব্বদা ইঁহার স্তব পাঠ করিলে মৃত্যু ও ব্যাধি ভয় থাকে না। ইনি সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ইঁহাকে পূজাদি করিয়া এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা;—"ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

সন্ধ্যা দেবী তিন মূর্ত্তিতে বিরাজিতা; যথা,—গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী। পূর্ব্ব-দিন উপবাসে থাকিয়া প্রাতে গায়ত্রী-ঘাটে স্নান তর্পণ করত গায়ত্রীদেবীকে প্রণতি ও পূজা করিয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি পিণ্ড দান করিলে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম ও সমস্ত পিতৃগণের মুক্তি হয়। পর দিন মধ্যাহ্ন-কালে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নিকট সমুদিত তীর্থে গমন করত স্নান তর্পণাদি করিয়া তথায় সাবিত্রী দেবীকে প্রণতি পূজা করত শ্রাদ্ধাদি পিণ্ড দান করিলে শতকুল পর্য্যন্ত পিতৃগণ মুক্ত হইয়া স্বর্গগামী হন। এই রূপে সরস্বতী দেবীর নিকটে যাইয়া সরস্বতী তীর্থে অবগাহন তর্পণাদি করত দেবীকে যথাবিধি সায়াহ্নে পূজা করিয়া শ্রাদ্ধাদি পিণ্ড দান করিলে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। দেবীর প্রণাম মন্ত্র যথা;—"ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ। বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥" এই রূপে ত্রি-সন্ধ্যা পূজিত হইলে বহুজন্মের সন্ধ্যা-লোপ-কৃত পাতক নাশ হয়। ব্রহ্মযোনিতে প্রবেশ করত নির্গম হইলে যোনিসংকট-মুক্ত

হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়। বিশালায়, লেলিহানে, ভরতাশ্রমে, পদাঙ্কিত মুণ্ড-পৃষ্ঠে, গদাধর সমীপে, আকাশ-গঙ্গায় এবং গিরিকর্ণ-মুখে স্নানাদি করত শ্রাদ্ধাদি পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। বৈতরণীতে যাইয়া স্নান তর্পণাদি করত শ্রাদ্ধাদি পিণ্ড দান করিলে একবিংশতি কুল উদ্ধার হয়। এখানে পিতৃগণের উদ্ধারার্থ কৃষ্ণবর্ণা গাভী দান করিবে এবং পরজন্মে দারিদ্র নাশ জন্য স্বর্ণ দান করিবে। ইহার পশ্চিম তীরবর্ত্তী মার্কণ্ডেয়েশ্বর দেবতার প্রণতি পূজনে পিতৃ মুক্তি হয়। তৎপরে দেবনদী, গোপ্রচার, ঘৃত-কুল্যা, মধু-কুল্যা, দধি-কুল্যা, হংসতীর্থ, কোটী-তীর্থ, দশাশ্বমেধ, অমরকণ্টক, রুক্মিণীকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থে পিতৃ-স্বর্গ কামনায় শ্রাদ্ধাদি পিণ্ড দান করিবে। পিতৃগণের শাশ্বত পদ প্রাপ্তি কামনায় পাণ্ডু-শিলায় শ্রাদ্ধাদি পিণ্ড দান করিবে। অযুত অশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি কামনায় মধুস্রবায় স্নান তর্পণ করিবে। শতকুল উদ্ধার পূর্ব্বক বিষ্ণুলোক নয়ন কামনায় মধুস্রবায় সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবে। উদ্ভিজ্জ স্বেদজ অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী এই মধু-স্রবাতে মরিলে অনায়াসে বিষ্ণুপুরে গমন করে। ইহার তীরস্থ পিতামহ-মন্দির হইতে পূর্ব্ব ভাগে এই মহানদীকে হংস-তীর্থ ও দশাশ্বমেধ তীর্থ কহে; উভয়ত্র স্নানাদি পিণ্ড দান করিলে পিতৃ-স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। নাগকূটাশ্রিত মতঙ্গ-পদে শ্রাদ্ধাদিতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। গয়াকূপ-শ্রাদ্ধে অশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি হয়। এখানে দুর্নিমিত্ত-মৃত পতিত ব্যক্তিদিগের স্বর্গপ্রাপ্তি কামনায় মৃত্যুর সম্পূর্ণ এক বৎসর পর গয়াশ্রাদ্ধ করিবে। ভস্মকূপে

যাইয়া পিতৃসন্তারণ কামনায় সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিবে। গৃধ্রবটের উত্তর-ভাগস্থ বশিষ্ঠতীর্থে স্নান করত গৃধ্রেশ্বর মহাদেবকে প্রণতি পূজনে অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। ধেনুকারণ্যে স্নান করত কামধেনুকে নমস্কার পূর্ব্বক কামধেনু-পদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কর্দ্দমালে, গয়নাভিতে, সুষুম্না নদীতে ও মুণ্ডপৃষ্ঠা সমীপে পিতৃ-স্বর্গার্থে স্নান ও শ্রাদ্ধ করিবে। তদনন্তর, ফল্গুচণ্ডী ও ফল্গ্বীশের প্রণতি পূজনে পিতৃ-স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। শ্মশানেশ ও সঙ্গমেশ পূজনে তদ্বৎ ফল লাভ হয়। গয়ার যে কোন স্থানে বৃষোৎসর্গ করিলে একবিংশতি কুলের উদ্ধার হয়। গয়াতে আদি গদাধরদেবকে ধ্যান করিয়া শ্রাদ্ধ কিম্বা পিণ্ড দান করিলে শতকুল পর্য্যন্ত পিতৃগণ নরক হইতে উদ্ধার পাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ভস্মকূটে যাইয়া জনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া বাম জানু পাতিয়া নিজের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি কামনায় পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি করিয়া দধি ও অন্নের নৈবেদ্য দ্বারা জনার্দ্দন দেবকে পূজা করিবে এবং ঐ নৈবেদ্যের অবশিষ্ট ভাগে তিল না দিয়া উহা দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া নিজের বা অন্য কোন জীবিত ব্যক্তির নামে জনার্দ্দনের বাম হস্তে প্রদান করিলে, উক্ত জীবিত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, জনার্দ্দন ঐ পিণ্ড উক্ত ব্যক্তির নামে গয়াশিরে দিয়া থাকেন; ঐ পিণ্ড এই মন্ত্রে দিতে হয়; যথা,—"এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন। গয়াশীর্ষে ত্বয়া দেয়ো মহ্যং পিণ্ডো মৃতে ময়ি॥ এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন। দেহি দেব গয়াশীর্ষে তস্মৈ তস্মিন্ মৃতে তু তম্॥" তদনন্তর, এই মন্ত্রে জনা-

র্দ্দনকে প্রণাম করিবে।—"জনার্দ্দন নমস্তুভ্যং নমস্তে পিতৃমোক্ষদ। পিতৃপতে নমস্তে তু নমস্তে পিতৃরূপিণে॥" তদনন্তর, ঋণত্রয় বিমুক্তি কামনায় পুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন ও পিতৃমুক্তি প্রার্থনা করিবে। মন্ত্র যথা—"নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ঋণত্রয়-বিমোচক। লক্ষ্মীকান্ত নমস্তেঽস্তু পিতৃণাং মোক্ষদো ভব॥" এখানে সর্ব্ব সৌভাগ্য কামনায় মঙ্গলা গৌরীকে প্রণতি পূজা করিবে। রুক্মিণী-কুণ্ডের জলে মুখ দর্শন করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। বিন্ধ্যবাসিনী, মুণ্ডপৃষ্ঠা, কামাখ্যা ও শ্মশানকালী দেবীদিগকে পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। এইরূপ ইন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবগণকেও পূজা করিলে সর্ব্ব ইষ্ট ফল প্রাপ্তি হয়। তদনন্তর, দেবপুষ্করিণীতে যাইয়া স্নান তর্পণ করিয়া শ্রাদ্ধ-বস্ত্র ত্যাগ করিবে। পরে সর্ব্ব-তীর্থ-ফল-প্রাপ্তি কামনায় এবং বৈগুণ্যাদি দোষ উপশমন কামনায় বিষ্ণুপদে মহাপূজা করিবে। তদনন্তর, গয়া প্রদক্ষিণ করিবে। এবং নিজের অবস্থানুসারে গদাধর দেবকে পূজা করত যথাবিধি রুদ্রকৃত বা ব্রহ্মকৃত মন্ত্রে * প্রণাম করিবে। সর্ব্বশেষে এইরূপ প্রার্থনা করিবে—

আগতোঽস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর।
ত্বমেব সাক্ষী ভগবন্ননৃণোঽহ-মৃণত্রয়াৎ॥

এই প্রকারে গয়াযাত্রা সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করত গণেশ ও ইষ্ট দেবতাদি পূজা ও কুলাচারানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। সদক্ষিণ ব্রাহ্মণ ভোজন ও ইষ্ট জন সহ নিজে ভোজনাদি করত কার্য্য সম্পূর্ণ করিবে॥ হরে ওঁ॥

ইতি গয়ায় পিণ্ডদান-পদ্ধতি সমাপ্ত।

* সংস্কৃত গয়ামাহাত্ম্যে দেখ।

# পিতৃস্তব।

অর্চ্চিতানা-মমূর্ত্তানাং পিতৃণাং দীপ্ততেজসাং।
নমস্যামি সদা তেষাং ধ্যানিনাং দিব্যচক্ষুষাং ॥১
ইন্দ্রাদীনাঞ্চ নেতারো দক্ষমরীচয়োস্তথা।
সপ্তর্ষীণাং তথান্যেষাং তান্ নমস্যামি কামদান্ ॥২
মন্বাদীনাঞ্চ নেতারঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোস্তথা।
তান্ নমস্যাম্যহংসর্ব্বান্ পিতৄনপ্সু-দধাবপি ॥৩
নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ বায়্বগ্ন্যোর্নভসস্তথা।
দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥৪
দেবর্ষীণাং জনিতৄংশ্চ সর্ব্বলোকনমস্কৃতান্।
অভয়স্য সদা দাতৄন্ নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫
প্রজাপতেঃ কশ্যপায় সোমায় বরুণায় চ।
যোগীশ্বরেভ্যশ্চ সদা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥৬
নমো গণেভ্যঃ সপ্তভ্যস্তথা লোকেষু সপ্তসু।
স্বয়ম্ভুবে নমস্যামি ব্রহ্মণে যোগচক্ষুষে ॥৭
সোমাধারান্ পিতৃগণান্ যোগমূর্ত্তিধরাংস্তথা।
নমস্যামি তথা সোমং পিতরং জগতামহং ॥৮
অগ্নিরূপাং স্তথৈবান্যান্ নমস্যামি পিতৄনহং।
অগ্নিসোমময়ং বিশ্বং যত এতদশেষতঃ ॥৯
যে চ তেজসি যে চৈতে সোমসূর্য্যাগ্নিমূর্ত্তয়ঃ।
জগৎস্বরূপিণশ্চৈব তথা ব্রহ্মস্বরূপিণঃ ॥১০